03 DEC 2013

বোদায় সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে নানা পদক্ষেপ

প্রতিনিধি, বোদা (পঞ্চগড়)

২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বিশ্বের বৃহত্তম বে-সরকারি সংস্থা ব্র্যাকের এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রামের (ESP) অর্থায়নে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় স্থানীয় সংস্থা সূচনার মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নিভৃত পল্লী গ্রামে ঝরেপড়া ও অধিকার বঞ্চিত শিশুদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও স্কুল পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষাদান করে যাচ্ছে। সংস্থা ২০০২ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৩০টি স্কুলের মাধ্যমে ৯০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করেছে। এসব ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার মূলধারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সম্পৃক্ত হয়ে স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করছে। বর্তমানে ২০১২ সাল থেকে অত্র উপজেলায় ৭টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলের মাধ্যমে ২১০ জন ঝরেপড়া ও অধিকার বঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষাদান করে যাচ্ছে। এসব শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করবে।

এসব স্কুলে সব ধর্মের ৮-১১ বছর বয়সী ঝরেপড়া ও অধিকার বঞ্চিত ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এসব স্কুলে ব্র্যাক কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা দ্বারা মাতৃস্নেহে লেখাপড়া শেখানো হয় বলে ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে আসে, মনোযোগী হয়, সময়ের কাজ সময়ে করে।

আকর্ষণীয় পাঠদানের পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক কাজ ও বিনোদনের মাধ্যমে পাঠদান করে বলেই ছেলে-মেয়েরা ঝরেপড়ে না। ফলে ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়মুখী হয়ে আনন্দোৎসবে লেখাপড়া করে। এছাড়া উক্ত স্কুলগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তীতে উচ্চতর শ্রেণীতে সাফল্যের সাথে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। প্রতি মাসে অভিভাবক সভা হওয়ায় অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের পড়াশোনার অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষিকা ও স্কুল কমিটির মাধ্যমে জানতে পারছে। অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধি, কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে এ কর্মসূচিসহ অন্য সব কর্মসূচি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন সম্ভবপর হচ্ছে। এর পাশাপাশি কর্ম এলাকায় উপকারভোগীসহ সমাজের সর্বস্তরে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে।

ব্র্যাকের সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার বিমল চন্দ্র সরকার বলেন, ব্র্যাক ও স্থানীয় সংস্থার অংশীদারিত্বে বাস্তবায়িত এ কর্মসূচিতে ব্যবহৃত উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহের ফলে উপকারভোগীদের বাড়তি অর্থ যোগান দিতে হয় না। এতে অভিভাবকরা তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয়ে উঠে। ব্র্যাক ও স্থানীয় সংস্থার অংশীদারিত্ব ও অভিভাবকদের সভামতের মাধ্যমে এ শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় বলে তারা তাদের কোমলমতি শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম থেকে বিরত রাখে।

সূচনা সংস্থার কাজলদীঘি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মালেকা বেগম বলেন, যেসব সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ পায় না তারা এই বিদ্যালয়ে মাতৃস্নেহে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। অপরদিকে পরিবারের কাজের পাশাপাশি শিক্ষিকা হিসেবে সম্মানি ভাতা পেয়ে পরিবারের বাড়তি আয়ে যোগান দিতে পারায় পরিবারে এবং সমাজে আমার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় সংস্থা সূচনার পরিচালকের নিকট এ কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে চাইলে, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থা ও ব্র্যাকের এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম আরও বেশি সম্প্রসারিত হলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট এ শিক্ষা কর্মসূচিকে আরও কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন।